১২ আগস্ট ২০২২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

তারেক মাসুদ এবং মিশুক মুনীরের ১১ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে সড়কে অবহেলাজনিত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সকল ব্যক্তির ন্যায়বিচার প্রাপ্তি এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল গঠনের দাবী জানাচ্ছে ব্লাস্ট

১১ বছর আগে ১৩ আগস্ট ২০১১ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ এবং এটিএন নিউজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আশফাক মিশুক মুনীর এবং তাদের ৩ জন সহকর্মী মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। এ দিনটিকে স্মরণ করে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তি এবং দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি একটি কার্যকর বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রতিকারের আহবান জানাচ্ছে ব্লাস্ট।

তারেক মাসুদ এবং মিশুক মুনীরের মৃত্যুর পর আক্রমণকারী গাড়ীর চালকের বিচার এবং শাস্তি হয়। তারেক ও মিশুকের পরিবার ক্ষতিপূরণের মামলা করে গাড়ীর চালক, মালিক ও বীমা কোম্পানির বিরুদ্ধে। এছাড়া এডভোকেট জেড আই খান পান্না সহ কয়েক জন আইনজীবী সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। **পরবর্তী এক দশকে সড়ক নিরাপত্তার ব্যাপারে বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে - এ বিষয়ে ব্লাস্ট সরকারকে স্বাগত জানায়। সড়ক নিরাপত্তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে সরকার, পাশাপাশি ২০১৮ তে নতুন আইন প্রণয়ন হয়। কিন্তু আমরা উদ্বিগ্ন যে, বহু সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবার এখনও কোন বিচার পায় নাই**। সড়কে জনগণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৮ তে সড়ক পরিবহন আইন প্রণয়ন করা হলেও তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নেই।

বিদ্যমান সড়ক পরিবহন আইনে অবহেলাজনিত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য একটি ক্ষতিপূরণ তহবিলের কথা উল্লেখ থাকলেও তার কার্যকর বাস্তবায়ন নেই। যাত্রী নিরাপত্তার বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে যুগোপযোগী আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিধান যুক্ত এবং ক্ষতিপূরণের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল গঠন করার প্রয়োজনীয় আইনগত সংস্কার করা প্রয়োজন। সড়কপথে অবহেলাজনিত দুর্ঘটনাকে মানবিক বিপর্যয় হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে নিহত ও আহত ব্যক্তির কর্মক্ষম সময়সীমা, মৃত্যুজনিত কারণে পরিবারের অপরাপর নির্ভরশীল সদস্যদের মানসিক-শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি এবং তাদের বিকাশ ও উন্নয়নের স্বার্থে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির বিষয় বিবেচনা করেবাধ্যতামূলক ও সমন্বিত (নৌ, সড়ক ও আকাশপথের জন্য একইরকম) যাত্রী বীমার ব্যবস্থা রাখার দাবী জানাচ্ছে ব্লাস্ট। পাশাপাশি বীমার অর্থ কোনভাবেই ক্ষতিপূরণের অর্থের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সরাসরি বীমার অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রদান করবেন- এরূপ বিধান যুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানাচ্ছি ।

এই প্রেক্ষিতে ব্লাস্টের অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন বলেন, "সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে অনেক ধরণের গুরুত্বপূর্ণ কাজ গত দশ বছর ধরে করা হয়েছে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে - নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, ব্ল্যাক স্পট নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, রাস্তা মেরামত হয়েছে। পাশাপাশি আদালত থেকেও আহত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষতিপূরণের আদেশ হয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও দেখি ***যেসব পরিবার এবং ব্যক্তি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাচ্ছেন বা শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাদের জন্য একটি জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা এবং যথার্থ ও দ্রুত ক্ষতিপূরণ প্রদানের কার্যকরী ব্যবস্থা দাঁড়াচ্ছে না।"***

ক্ষতিপূরণ আইন বিষয়ক গবেষক তাকবির হুদা বলেন, *"সড়কপথে অনিয়মগুলো প্রতিরোধ করার জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবহন সংস্থাগুলোকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং* ***একইসাথে পরিবহন সংস্থাকে সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করতে হবে।"***

তারেক মাসুদের মৃত্যুর পরে ক্ষতিপূরণের মামলার বাদী, তার স্ত্রী এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা ক্যাথরিন মাসুদ বলেন, ***"প্রায় ৫ বছর আগে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে আমাদের ক্ষতিপূরণের মামলায়। সেখানে বাস ড্রাইভার,বাস কোম্পানি আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে দায়ী করা হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনার জন্যে । যদিও এই ঐতিহাসিক রায় আমাদের পক্ষে এসেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত***

আমরা কোন ক্ষতিপূরণ পাই নি*। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে যে আপিলটি হয়েছে সেটি এখনও সুপ্রিমকোর্টের কার্যতালিকায় শুনানির জন্য আসেনি। আমাদের বন্ধু মিশুক মুনীর একই দুর্ঘটনায় মারা যায়। তার স্ত্রী এবং পুত্র সন্তানের দায়ের করা ক্ষতিপূরণের মামলা এখনও হাইকোর্টে বিচারাধীন অবস্থায় আছে।"*

তিনি আরও বলেন, "হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাদের সাড়ে ৪ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য। তার মধ্যে ইন্সুরেন্স কোম্পানিকে বলা হয়েছে আমাদেরকে মাত্র ৮০ হাজার টাকা দিতে। এই অংশটার মূল হিসাব করেছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি নিজস্ব ইন্সুরেন্স পলিসি অনুযায়ী। কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে ইন্সুরেন্স কোম্পানীরির বাড়তি কোন দায় ছিল না দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে। ***আপিলের পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সড়ক দুর্ঘটনায় বীমা কোম্পনীর দায়বদ্ধতা সুস্পষ্ট করা।' আমরা যখন এই মামলার কাজ শুরু করেছি ২০২০ সালে আমাদের আশা ছিল যে, এই মামলা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ফলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে নিরাপত্তা বাড়বে সকল মানুষদের জন্য। এই পর্যন্ত আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি।"***

ব্লাস্টের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য এবং সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী এবং সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক জনস্বার্থ মামলার অন্যতম বাদী এডভোকেট জেড আই খান পান্না বলেন, *"বাংলাদেশে করোনাকালীন সময়ে যত না মানুষের প্রাণহানি হয়েছে তার চেয়ে বেশী প্রাণহানি ঘটেছে সড়ক দুর্ঘটনার কারণে। ।* ***সড়ক ও পরিবহন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ থাকলেও সঠিক পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু তদারকির অভাবে জনগণ এর সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।"***

প্রেক্ষাপট:
প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে। রোড সেইফটি ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ থেকে ২০২২ এর জুলাই পর্যন্ত সড়কপথে সংঘটিত অবহেলা জনিত দুর্ঘটনা ঘটেছে ১৮,১৬৯টি। এর মধ্যে নিহত হয়েছেন ২০,৯৭৪ জন, এবং আহত হয়েছেন ২৮,৫৮২ জন।

তারেক ও মিশুক মুনীরের মৃত্যুর পর নানান উদ্যোগ নেয়া হয় সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অধিকারের ব্যাপারে। তাদের পরিবারের স্বজনরা ক্ষতিপূরণের মামলা দেন। ক্যাথরিন মাসুদ এক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী রায় লাভ করেন - যার আপীল বিচারাধীন। মিশুক মুনীরের পরিবারের করা ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের অপেক্ষায়। একই দুর্ঘটনায় আহত শিল্পী ঢালী আল মামুন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় বিশেষ চিকিৎসা পেয়েছেন। দায়ী গাড়ী চালকের বিচার এবং সাজাও হয়েছে। হাইকোর্ট ইতিমধ্যে অন্যান্য রিট মামলার মাধ্যমে সরাসরি অনেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছেন, এবং অন্যান্য নির্দেশনা দিয়েছেন সড়ক নিরাপত্তার ব্যাপারে। রাষ্ট্রীয় অনেক ধরণের উদ্যোগও হয়েছে - এক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর প্রণয়ন একটি উল্লেখজনক পদক্ষেপ।

উল্লেখ্য, এ দুর্ঘটনার পরপর ১৪ আগস্ট ২০১১ তারিখে আইনজীবী জেড আই খান পান্না, বেলা এবং দুইজন আইনজীবী সড়ক এবং হাইওয়েতে নিরাপদ চলাচলে নিয়মিত তদারকি, সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের দায়বদ্ধতা ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতের লক্ষ্যে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা (৭৪০১/২০১১) দায়ের করে। ব্লাস্ট এই মামলাটি পরিচালনা করে, যা বর্তমানে শুনানীর জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে।

আরও তথ্যের জন্য:

communication@blast.org.bd